41

দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 AUG 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

শিক্ষা বোর্ডগুলোতে কোটি কোটি টাকার অনিয়ম ঃ টাস্কফোর্সের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষা বোর্ড-সমূহের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও কার্যাবলী খতিয়ে দেখতে গঠিত টাস্কফোর্স বৃহস্পতিবার তাদের প্রতিবেদন পেশ করেছে। টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক ডঃ নজরুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচকে সাদেকের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন। খবর তথ্য বিবরণীর।

প্রতিবেদন গ্রহণকালে শিক্ষামন্ত্রী

(৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা বোর্ডগুলোতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

টাস্কফোর্স সদস্যদের তাদের আন্তরিক প্রয়াস ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করে বলেন, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনে টাস্কফোর্সের মতামত ও সুপারিশমালার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবেন।

তিনি বলেন, গত দুই দশকে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে তা নিরসনে সরকার ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং আরও কার্যকরী উদ্যোগ এই রিপোর্টের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

টাস্কফোর্স ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পাঁচটি অর্থবছরের শিক্ষা বোর্ডের নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করেন এবং কোটি কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম দেখতে পান। টাস্কফোর্স এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির ভূমিকা চিহ্নিত করেন।

টাস্কফোর্স পরীক্ষার মেধা তালিকা, ব্যবস্থার পরিবর্তে গ্রেডিং প্রথা চালুর সুপারিশ করে এবং পরীক্ষার্থী কোন এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরের বছর শুধুমাত্র যেন ঐ নির্দিষ্ট বিষয়েই পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হতে পারে সেইজন্য সুপারিশ রেখেছে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী সামগ্রিকভাবে যে বিভাগ পাবে সে বিভাগই তাকে প্রদান করার কথা রয়েছে।

টাস্কফোর্স এছাড়া একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থ করে তুলতে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপেরও সুপারিশ করেছে।

টাস্কফোর্স চারটি উপকমিটির মাধ্যমে চার মাসে সারাদেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই প্রতিবেদন তৈরি করে। টাস্কফোর্সের সদস্য ছিলেন অধ্যাপক এম মোস্তফা চৌধুরী, ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম এবং অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ ও মহিউদ্দিন আহমদ।